কালের কণ্ঠ

তারিখ 11 MAY 2014
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

সরকারি মেডিক্যাল কলেজে সার্ক কোটা

ফের সক্রিয় অসাধু চক্র, ভর্তি প্রশ্নবিদ্ধ

মেহেদী হাসান ▶

সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে সার্ক (দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা) কোটায় বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ভর্তিপ্রক্রিয়ার শেষ দিকে এসে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দুই দফায় চার ও সাতজনের ভর্তির আদেশ জারি করেছে, যাদের অবস্থান মেধাতালিকায় অনেক পেছনে। মেধাভিত্তিক প্রক্রিয়ার বাইরে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মিশনপ্রধানরাও সুপারিশ করেননি।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত মাসে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তিসংক্রান্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এ ধরনের ভর্তির বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রত্যাশা করেন। তবে মন্ত্রণালয় এর কোনো সদুত্তর দেয়নি। এর আগে গত এপ্রিলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

ফের সক্রিয় অসাধু চক্র, ভর্তি প্রশ্নবিদ্ধ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

লেখা চিঠিতে চার নেপালির ভর্তিসংক্রান্ত সরকারি আদেশ কার্যকরের আগে কিসের ভিত্তিতে সেগুলো জারি করা হয়েছে, তা স্পষ্ট করার জন্য অনুরোধ জানায়। ওই চিঠির কোনো জবাব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ভর্তির জন্য সার্ক কোটায় আসন বরাদ্দ ছিল ৯৩টি। এর মধ্যে নেপালের আসন ছিল এমবিবিএস কোর্সের জন্য ১৭ ও বিডিএস কোর্সের জন্য দুটি। সেই আসনগুলো পূর্ণ হওয়ায় ভর্তিপ্রক্রিয়ার শেষ দিকে এসে নেপালের আর কোনো শিক্ষার্থীকে বিবেচনার সুযোগ ছিল না। অথচ গত ১৬ মার্চ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক আদেশে নেপালের চারজন শিক্ষার্থীকে ভর্তির ব্যবস্থা নিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করে। মেধাতালিকায় ওই চার শিক্ষার্থীর অবস্থান যথাক্রমে ১১১, ৭৩, ১০০ ও ৭৫।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (শিক্ষা) ডা. এ বি এম আব্দুল হান্নান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সব বিধিবিধান মেনেই ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু বা সম্পন্ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় হয়নি।' তিনি বলেন, 'মন্ত্রণালয় থেকে যেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয় আমরা কেবল তা অনুসরণ করে থাকি। এর বাইরে কিছু করার সুযোগ নেই।'

এরপর গত ২৮ এপ্রিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (সাধারণ চিকিৎসা) মতিউর রহমান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে পাঠানো আরেকটি আদেশে ছয় নেপালি ও এক ভারতীয় শিক্ষার্থীকে ভর্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান। ওই আদেশ অনুযায়ী ভর্তির সুযোগ পাওয়া নেপালি শিক্ষার্থীদের মেধাতালিকায় অবস্থান যথাক্রমে ১১৭, ১৫৬, ৬৩, ৭৮, ১১২ ও ১৫৩। তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে থাকা ভারতীয় শিক্ষার্থীর মেধাতালিকায় স্থান ৪৮।

জানতে চাইলে যুগ্ম সচিব (সাধারণ চিকিৎসা) মতিউর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সব কাগজপত্র দেখে এ বিষয়ে বলতে হবে। তবে বিধিবিধানের বাইরে কিছু হওয়ার কথা নয় এবং হয়নি বলেও বিশ্বাস।'

জানা গেছে, বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জড়িত। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন। ভর্তিপ্রক্রিয়া নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রশ্ন তোলায় বিষয়টি যে এককভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে হচ্ছে, তা অনেকটাই অস্পষ্ট। অথচ ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি নীতিমালা নিয়ে গত ২৪ জুলাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর বৈঠকে কঠোর নজরদারি আরোপের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। গত শিক্ষাবর্ষে নেপালের কয়েকজন শিক্ষার্থী জাল সনদ দিয়ে ভর্তির আবেদন করে এবং পরে তা ধরা পড়ায় তাদের ছাত্রত্ব বাতিল করে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

অভিযোগ রয়েছে, অনেক সময় ভর্তির জন্য মেধাতালিকায় প্রথম দিকে থাকা প্রার্থীরা নির্বাচিত হওয়ার খবরও জানতে পারে না। এর সুযোগ পায় পেছনে থাকা প্রার্থীরা। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত চক্র আগেও ছিল। ওই চক্র জাল সনদ ও নম্বরপত্র পর্যন্ত তৈরিতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, এ বছরও বেশ কিছু জাল সনদ ও নম্বরপত্র ধরা পড়েছে। মেধাতালিকায় প্রথম স্থানে থাকা ভারতীয় শিক্ষার্থীর নম্বরপত্রে গরমিল ছিল। ধরা পড়ার পরপরই সেগুলো বাতিল করা হয়েছে। জাল সনদ বা নম্বরপত্রগুলো সম্পর্কে অভিযোগ এসেছে ভর্তীচ্ছু অন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে।

নেপালের একটি সূত্র জানায়, বাংলাদেশের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য নেপালের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ব্যাপক। আর এ সুযোগে দুই দেশেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে দালাল চক্র। ভর্তির আবেদন জমা দেওয়ার পরপরই আগ্রহী শিক্ষার্থী বা তাদের প্রতিনিধিদের অনেকেই পর্যটক ভিসায় ঢাকায় এসে ভর্তি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও দালালচক্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এ প্রক্রিয়ায় বিশাল অর্থের লেনদেন হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দালালরা ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্তও নিয়ে থাকে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, সার্ক কোটায় ভর্তির জন্য সার্কভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশ মিশনকে ডিঙিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সরাসরি সুপারিশ আসে। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী, অবশ্যই এসব সুপারিশ বাংলাদেশ মিশন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আসতে হবে। তা ছাড়া ওই সুপারিশ বাংলাদেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচনা করার জন্য বাংলাদেশ মিশন রয়েছে। ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মিশন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দু-একজন শিক্ষার্থী ভর্তির সুপারিশ করে থাকে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই ওই মিশনপ্রধান সুপারিশ রাখলে বাংলাদেশের জন্য কী লাভ হবে তাও বিবেচনা করেন। এর বাইরে বিশেষ বিবেচনায় ভর্তির সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে তা প্রশ্নবিদ্ধ।

জানা গেছে, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিবেচনা করে এ বছর নেপালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত দুটি, ভারতের হাইকমিশনার একটি ও কলকাতায় ডেপুটি হাইকমিশনার একটি ভর্তির সুপারিশ করেছেন। নেপালের শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ অনেকে সুপারিশ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, ভর্তিপ্রক্রিয়াকে অসাধু চক্র, দালালদের হাত থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। দালালরা লাখ লাখ টাকা নিয়ে নেপালি শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়ার মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছে। তথাকথিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলো ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থীদের পরিবারকে বাংলাদেশ মিশনে গিয়ে সরাসরি যোগাযোগের এবং ভর্তিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িতদের ঘুষ দিতে উৎসাহিত করছে। এতে নেপালে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, ভর্তিপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে নেপাল কর্তৃপক্ষ তার দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে। নেপাল নিজেই মেধার ভিত্তিতে যোগ্য শিক্ষার্থীর তালিকা তৈরি করে বিবেচনার জন্য বাংলাদেশে পাঠাতে চায়। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে নেপালকে এখনো কিছু জানায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, সবার আগে নিজ উদ্যোগে বাংলাদেশের উচিত ভর্তিপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনা। মেধাতালিকায় কে কোন অবস্থানে আছে, কারা ভর্তির জন্য ডাক পাচ্ছে, তা জানানোর ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এ-সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য থাকা জরুরি।